بسم الله الرحمن الرحيم

RAM 302 Assignment

on

ফিকহে হানাফীতে তারাবীর নামাজ কয় রাকাত?

Submitted To:

Ustaz Abdul Wahid
RAM & FQH Department,
Islamic Online Madrasah (IOM)

সূচিপত্র

সূচিপত্র 1

ভূমিকা 2

তারাবীহঃ প্রাথমিক আলোচনা 4

হুযুর সা. এর যুগে সালাতে তারাবীহ আদায় 5

সালাতে তারাবীহ এর হুকুম 6

তারাবীহ সালাতের নামকরণ 7

হুযুর সা. এর তারাবীহ এর সালাত 9

তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা নিয়ে বিরোধ 14

সালাতে তারাবীহ বিশ রাকাআত সম্পর্কিত দলীল 16

দলীলের প্রকারভেদ 16

১। সুন্নাহ বা হাদীসঃ 16

যয়ীফ হাদীস 16

২। মারফু হুকমী 17

৩। খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহঃ 17

৪। মুহাজির, আনসারী ও অন্যান্য সাহাবীদের ইজমাঃ 18

দলীল সম্পর্কিত কিছু ভ্রান্তি ও তার অপনোদন 19

খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে তারাবীহ সম্পর্কিত দলীল 20

হযরত আবু বকর রা. এর যুগ 21

হযরত উমার রা. এর যুগ 21

গাইরে মুকাল্লিদ এর 'মুরসাল' হাদীসে আপত্তি ও তার সংশয় নিরসন 24

হযরত উসমান রা. এর যুগ 25

হযরত আলী রা. এর যুগ 25

সারমর্ম 26

মুহাজির, আনসারীগণের ইজমা ও অন্যান্য সাহাবীদের ইজমা 26

অন্যান্য দলীল 29

মারফু হুকমী 29

সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা 30

মারফু হাদীস 31

ফিকহে হানাফীতে তারাবীহের সালাত 34

তথ্যসূত্র 36

উপসংহার 37

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিনি আমাকে কলম ধরার তৌফিক দিয়েছেন। তারপর দরূদ ও সালাম ঐ রাসূলের প্রতি যিনি নিজের তামান্নার উপর উম্মাতের সামর্থ্য, কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়েছেন; এবং নিজ তামান্নাকে তাঁর অনাগত উম্মাতের জন্য কোরবান করে গেছেন।

‘তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা’ নাজুক ও স্পর্শকাতর একটি আলোচনার বিষয়। শত শত বছর ধরে হুযুর সা. এর তারাবীহ এর সুমহান সুন্নাত এক ধারায় ও এক নিয়মে পালন হবার পর গত শতাব্দীতে এর উপর আপত্তি তোলা হয় ও এর সমালোচনা শুরু হয়। মুসলিম ভাই-বোনেরা অনেকেই এ বিষয়ে সংশয়ে ভুগে থাকেন, আর বর্তমানে এটি বিরোধ ও দ্বন্দ্বের একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। খুবই দুঃখের ব্যাপার এই যে, যারা নিজেকে দ্বীনের প্রকৃত অনুসরণকারী মনে করে থাকেন, তারাও এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না রাখায় একদিকে তো নিজে এ ব্যাপারে সংশয়ে পড়ে যান; অন্যদিকে এ ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টিকারীদের অমূলক ধারণা ও বিচ্যুতি সংশোধন করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞান তাঁদের থাকে না। এভাবে বর্তমানে তারাবীহ-এর রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কিত বিরোধ মহামারী মত ছড়িয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় তাঁদের, যারা জাহেলিয়াতের পরিবেশ ছেড়ে নতুনভাবে দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন। এখন এই মতপার্থক্যগুলো তাঁদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক কোন মত ও পথ অবলম্বন তাঁদের প্রকৃত দ্বীনের অনুসরণ হিসেবে গণ্য হবে, তা বোঝা তাঁদের জন্য দায় হয়ে যায়। এ অবস্থায় এ নাজুক ও স্পর্শকাতর বিষয়টির স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা রাখা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা নিয়ে আলোচনা প্রত্যেক দ্বীনদার মুসলিম ভাই-বোনের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

আমাদের আলিম কোর্সের এ বিদায়ী বর্ষের শেষে, গবেষণা ও মাসায়েল বিষয়ক কোর্স সমাপ্তিতে আমার উপর ‘ফিকহে হানাফীতে তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা’ শীর্ষক একটি অ্যাসাইনমেন্ট পেপার প্রস্তুতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আলহামদুলিল্লাহ। এতে আমি সাধ্যানুসারে এ সম্পর্কিত দলিলাদি ও প্রমাণ তুলে আনবার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়েছি মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া এর আমীনুত তালিম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহু এর লিখিত ‘তারাবীহ রাকাআত সংখ্যা’ শীর্ষক পুস্তিকা থেকে। মূলতঃ এটি অনুসরণ করেই এই অ্যাসাইনমেন্টের মূল কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি, যদিও অন্যান্য উৎস থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই অ্যাসাইনমেন্ট লেখার ব্যাপারে আমি কৃতজ্ঞ মুহতারাম উস্তাদ মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহিদ এর প্রতি, যিনি সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের সাথে সাথে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া কৃতজ্ঞ আমার ব্যাচমেটদের প্রতিও, যারা বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহদানের মাধ্যমে আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সকলের প্রচেষ্টার উত্তম বিনিময় দান করুন।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের প্রচেষ্টাকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে হেফাযত করুন, কমতিগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের কাজকে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর বান্দাদের কল্যাণার্থে সম্পন্ন করার তৌফিক দিন। এ কাজকে আমাদের ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কল্যাণের কারণ বানিয়ে দিন। আমীন।

তারাবীহঃ প্রাথমিক আলোচনা

রমযানুল মুবারক কুরআন নাযিলের মাস। কুরআন কারীমের মাস। আল্লাহ তা'আলার পাক কালামের সাথে এই মাসের রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। আর এ কারণেই এ মাস অত্যন্ত মহিমান্বিত ও বরকতময় একটি মাস। এ মাসে দিনে রোযার সাথে সাথে রাত কিয়ামে রামাদান তথা তারবীহ এর সালাতকে উম্মাতে মুসলিমাহর জন্য মৌলিক আমল হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ মাস এবং এর সাথে প্রাপ্ত রোযা ও সালাতের হুকুম উম্মাতের জন্য বিশেষ তোহফা স্বরূপ। এ মাসে এ বিশেষ আমলগুলোর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার যত নৈকট্য অর্জন করতে পারে, অন্য মাসগুলোতে তা এত সহজে অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আসলে এ মাসেই ফুটে ওঠে দ্বীনে ইসলামের গভীরতা ও প্রাণবন্ততা। উম্মাতে মুহাম্মদী কেমন হওয়া উচিত ছিল, তার স্বরূপ অনেকটাই প্রকাশিত হয় বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের বিশেষভাবে এ মাসকে বরণ করার মাধ্যমে।

সালাতে তারাবীহ এ মাসের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি রোকন। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে পছন্দনীয় পন্থা হলো ফরয ইবাদাত ও দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। তারপর সুন্নাত ও নফলের স্থান। কিন্তু সুন্নাত ও নফলের দ্বারাও যে পর্যায়ের নৈকট্যের কথা হাদীস শরীফে এসেছে, তাও মানবাত্মাকে অস্থির করার জন্য যথেষ্ট। আর বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের সন্তুষ্টি রেখেছেন তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ সা. এর অনুসরণের মধ্যে। আর হুযুর সা. এর সমস্ত আমলের সমষ্টিই হচ্ছে সুন্নাহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন -

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[1]

ইখলাসের সাথে সুন্নত ও নফলের প্রতি মনোযোগী হলে এর দ্বারা বান্দার রুচি ও স্বভাব আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টির অনুগামী হয়ে যায়, ফলে তার প্রতিটা কাজই আল্লাহর ইচ্ছানুপাতে সজ্জিত হতে থাকে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাকে এত মহব্বত করেন যে, তার ব্যাপারে ঘোষণা করে দেওয়া হয় -

مِن عادى لِي وَلِيًّا فقد اٰذنتهٗ بِالْحَرْبِ

'কেউ যদি আমার কোনো বন্ধুর সাথে দুশমনি করে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি' (বুখারী ৬৫০২) [2]

রমযানুল মুবারক কল্যাণ ও বরকতের বসন্তকাল; এর স্বরূপ আসলে শব্দের গাঁথুনিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। কুরআনুল কারীমে নির্দেশ জারি করে আল্লাহ তা'আলা এ মাসের রোযা ফরয করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ

---

[1] সূরা আল-ইমরানঃ ৩১

[2] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=31266

সাল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যবানে রাতের কিয়াম তথা 'তারাবীহ' এর সালাত কে সুন্নাত বানিয়েছেন। বিভিন্ন হিকমাতের কারণে এ সালাতকে ফরয করা হয়নি, বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাই রাখা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, রমযানের উপকারিতা ও খায়ের বরকত থেকে অংশ পেতে হলে বান্দাকে অবশ্যই এ সালাতের ব্যাপারে মনোযোগী ও যত্নবান হতে হয়। এ সালাতের মাহাত্ম্য এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, সুন্নত ও নফলের সাধারণ নিয়মের বাইরে এর মধ্যে ফরয সালাতের মত জামাআত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে হুযুর সা. এ কারণেই জামাআতের ব্যবস্থা করেননি যে, তা উম্মাতের উপর ফরয হয়ে যায় কিনা, এবং উম্মাতের উপর তা পালন কষ্টকর হয়ে যায় কিনা! এ থেকে বোঝা যায়, তারাবীহ এর মাকাম ও মর্যাদা সাধারণ নফল থেকে অনেক উর্ধ্বে। অনেক দলীলের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সালাতে তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। বিশেষ কারণ ছাড়া এ সালাত তরক করা যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে এটি সহজেই অনুমেয় যে, সাধারণ নফল যদি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে নৈকট্যশীলতার জন্য সালাতে তারাবীহর গুরত্ব কতখানি! আর তা থেকে বিচ্যুত হওয়া কতখানি মাহরূমির কারণ হতে পারে!

হুযুর সা. এর যুগে সালাতে তারাবীহ আদায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তিন তারাবীহ সাহাবায়ে কেরাম রা. কে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে -

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ". فَتُوُفِّيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করেন, কিছু সংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করেন। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, ফলে লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর

সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে সালাত আদায় করেন ও লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হল না। কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফজরের সালাতে বেরিয়ে আসলেন এবং সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর বললেনঃ শোন! তোমাদের (গতরাতের) অবস্থান আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি এই সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশংকা করছি(বিধায় বের হই নাই)। কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হল আর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায়। (বুখারী ১৮৮৫)[3]

একই ধরনের বর্ণনা আয়েশা রা. এর বর্ণনায় সহীহ মুসলিমে পাওয়া যায়। [4]

অপর এক (দূর্বল) বর্ণনাসূত্রে দেখা যায়, হুযুর সা. সাহাবায়ে কেরামকে জামাতবদ্ধ হয়ে সালাতে তারাবীহ আদায় করতে দেখেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি এ সম্পর্কে কোন আপত্তি বা অসম্মতি তো প্রকাশ করেননি, বরং তা দেখে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রা. এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " مَا هَؤُلاَءِ " . فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا " .

একদা রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে দেখলেন যে, মসজিদের এক পাশে কতিপয় লোক সালাত আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কারা? বলা হলো, এরা কুরআন মুখস্ত না জানার কারণে উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) এর ইমামতিতে (তারাবীহ) সালাত আদায় করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এরা ঠিকই করছে এবং চমৎকার কাজই করছে। '[5]

সালাতে তারাবীহ এর হুকুম

হযরত আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত -

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ " مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

[3] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=1892
[4] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=11022
http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=11021
[5] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=58695

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যাক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থ্যাৎ তারাবীহর সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ১৮৮২) [6]

হযরত আবু হুরাইরাহ রা. এর আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায় -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ .

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত - তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে রাত্রি জাগরণের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ না দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যাক্তি ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে রমযানে রাত্রি জাগরণ করবে তার বিগত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয় আর বিষয়টি এরূপই ছিল। পরে আবূ বকর (রাঃ) এর খিলাফত যুগে অবস্থা অনুরূপ থাকে, উমর (রাঃ) এর খিলাফতের প্রথম দিকেও অবস্থা অনুরূপ অব্যাহত ছিল। (মুসলিম হাদীস নং ১৬৫৩)[7]

হাসান রহ. ফিকহে হানাফীর ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

নিশ্চয়ই তারাবীহ সুন্নাত। (ওজর ছাড়া) তা তরক করা বৈধ হবে না। (উমদাতুল কারী ৪/২৫৯) [8]

ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করা হয়েছে -

কিয়ামে রামাদান তথা তারাবীহ সুন্নাত, কারণ উমার রা. তা নবী সা. এর আমল থেকে গ্রহণ করেছিলেন আর হুযুর সা. তা ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৪/২৯৮)[9]

তারাবীহ সালাতের নামকরণ

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন -

---

[6] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=1889

[7] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=10718

[8] ফিতনার কবলে তারাবীহ (পৃষ্ঠা ২৫)

[9] ঐ

'রামাদানের রাতগুলোতে জামাআতের সাথে আদায় করা সালাতকে তারাবীহ নামকরণ করা হয়েছে, কারণ সাহাবা (রা.) যখন সর্বপ্রথম এ সালাতের জন্য একত্রিত হয়েছেন, তখন প্রতি দুই সালাম (অর্থাৎ চার রাকাআত) এর পর কিছুক্ষণ আরাম করেছেন'

তারবীহা এর বহুবচন তারাবীহ। তারবীহা অর্থ একবার বিশ্রাম করা। যেহেতু এ সালাতে একাধিকবার বিশ্রাম নেওয়া হয় তাই এর নামকরণ করা হয়েছে তারাবীহ (التَّراوِيح)। (ফাতহুল বারী ৪/২৫৫)[10]

10 ফিতনার কবলে তারাবীহ (পৃষ্ঠা ২০)

হুযুর সা. এর তারাবীহ এর সালাত

হুযুর সা. শুধু ফরয সালাত নয়, বরং নফল সালাতের ক্ষেত্রেও এতো বেশি যত্নবান ছিলেন যে, কখনও কখনও ক্রমাগত সালাত আদায় করতে করতে তাঁর পবিত্র পা মুবারক ফুলে যেত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর পূর্ব-পরের সমস্ত গোনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তবু তিনি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন, নিজের শারীরিক অসুবিধার জন্য সালাত থেকে অব্যাহতি নিতেন না।

রমযানুল মুবারকে তাঁর সালাত আদায় একটি ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করতো। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। একটু বর্ণনায় পাওয়া যায় -

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي "

আবূ সালামা ইবনু 'আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত (নামায/নামাজ) কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমযান মাসে ও রমযান ছাড়া অন্য সময়ে (রাতে) তিনি এগারো রাক'আত হতে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন, সে চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, সে চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাকআত সালাত আদায় করতেন। আমি ['আয়িশা (রাঃ)] বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিতর আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন? তিনি বললেনঃ হে 'আয়িশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কালব নিদ্রাভিভূত হয় না। (বুখারী হাদীস নং ১৮৮৬)[11]

তিনি কিয়ামে রামাদান তথা তারাবীহ সালাত সম্পর্কে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন -

مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থ্যাৎ তারাবীহর সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।(বুখারী হাদীস নং ১৮৮২)

[11] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=1893

একই বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে বিভিন্ন রাবীর সূত্রে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। যেমন - সুনানু ইবনে মাজাহ ১/১৩২৬ নং হাদীস[12], ৩/১৩২৮ নং হাদীস[13], সুনানু তিরমিজী ৬৮০ নং হাদীসে[14] প্রায় একই ধরনের রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

হুযুর সা. সাধারণত সালাতে তারাবীহ জামাতে আদায় করতেন না। তবে তিনি একেবারেই জামাত করতেন না তা নয়, বরং তিনি কয়েকবারই জামাতে সালাতে তারাবীহ আদায় করেছেন। এ বিষয়টি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা. কখনো কখনো তারাবীহর নামায জামাআতে পড়িয়েছেন। আর কখনো এমন হয়েছে যে, কয়েক রাকাআত জামাআতের সাথে পড়ে হুজরায় চলে গিয়েছেন এবং একাকী নামাযে রত থেকেছেন। (মুসলিম, হাদীস নং ১১০৪)[15]

হুযুর সা. যদিও সালাতে তারাবীহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাকীই পড়েছেন, তবে তাঁর রেওয়ায়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, তিনি জামাতে সালাতে তারাবীহ আদায়ের ক্ষেত্রে কতোটা উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে কেন সালাতে তারাবীহ জামাআতে আদায় করার নিয়ম করে যাননি, তা তিনি নিজেই উম্মাতকে বলে গেছেন যে - (যেহেতু তাঁর উপস্থিতির সময়টা ওহী অবতীর্ণ ও শরীয়ত নির্ধারণের সময় ছিল, তাই) জামাআতে নিয়মিত নামায পড়লে এ নামাযটিও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। [16]

একটি হাদীসে পাওয়া যায় -

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا حَتَّى كَانَتِ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ . فَقَالَ " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ " . ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا حَتَّى كَانَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا . قَالَ فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ . قَالَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ . قِيلَ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ . قَالَ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ .

[12] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=16020
[13] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=16022
[14] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=17869
[15] তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা, মাওলানা আব্দুল মালেক [পৃষ্ঠা ১৯]
[16] ঐ

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রমযানে সওম রাখলাম। তিনি আমাদের নিয়ে এ মাসে (নফল সালাতে) দাঁড়াননি, এমনকি রমযানের মাত্র সাতটি রাত বাকি রইল। সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাত সালাত (নামায/নামাজ) পড়লেন। এরপর ষষ্ঠ রাতে তিনি (নফল) সালাত ড়েননি। অতঃপর পঞ্চম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত পড়েন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এর রাতের অবশিষ্ট অংশও যদি আপনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত পড়ে ফিরে আসে, সে সারা রাত সালাত পড়ার সমান সওয়াব পায়। অতঃপর তিনি চতুর্থ রাতে সালাত পড়েননি। তৃতীয় রাত এলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের, পরিজনদের একত্র করেন এবং লোকেরাও একত্র হয়। রাবী বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘক্ষণ সালাত পড়লেন যে, আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করলাম। আবূ যার (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কল্যাণ কী? তিনি বলেন, সাহরী। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে মাসের অবশিষ্ট রাতগুলোতে আর কোন নফল সালাত পড়েননি।(সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস ২/১৩২৭)[17]

অপর একটি হাদীসে পাওয়া যায় -

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلاَةَ . فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " .

হারামালা ইবনু ইয়াহয়া (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্য রাতে বেরিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন একদল লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল

[17] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=16021

এবং সকালে লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল। ফলে তাদের চাইতে অনেক বেশী লোক সমবেত হল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাতে বের হলেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল। এদিন সকালেও লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করতে থাকল। এতে রাতে মসজিদের লোক সংখ্যা আরো বেশী হল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল।

চতুর্থ রাতে মসজিদ লোকদের স্থান সংকুলানে অক্ষম হল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে বের হলেন না। তখন তাদের মাঝে কিছু লোক বলতে লাগল, সালাত! সালাত! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তাদের কাছে বের হলেন না। অবশেষে ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন। ফজরের সালাত আদায় করার পরে লোকদের দিকে মুখ করলেন এবং তাশাহহুদ পাঠের পরে বললেন, আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকে নি। তবে আমার আশংকা হয়েছিল যে, রাতের (তারাবীহ) সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়; আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হও। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৫৭)

সুবহানাল্লাহ! উপরের হাদীস থেকে একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, জামাআতে সালাতে তারাবীহ আদায় যদি তাঁর অপছন্দনীয় বিষয় হতো, তিনি একটি রাতও এ সালাতকে জামাআতে আদায় করতেন না। তারপর যখন তিনি জামাআতে এ সালাত আদায় থেকে বিরত থাকলেন, তখনো তাঁর আশংকার কথাটুকু ব্যক্ত করলেন। অর্থাৎ এ আশঙ্কা না থাকলে তিনি বাকি রাত্রগুলোতেও জামাআতে তারাবীহ আদায় করতেন।
এখন আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, অনাগত উম্মাতের প্রতি হুযুর সা. এর কতোটা দরদ ও ফিকির ছিল যে, তিনি তাঁদের অক্ষমতার কথা ভেবে তাঁর পছন্দনীয় একটি বিষয়কে ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ আমরা এখন সহজ সহজ সুন্নাহগুলোকে নিজেদের আরাম ও অনিচ্ছার কারণে ছেড়ে দিই! আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন।

জামাআতে সালাতে তারাবীহ আদায় যে তাঁর পছন্দনীয় বিষয় ছিল, তা এ থেকেও বোঝা যায় যে, পরবর্তীতে উমার রা. তাঁর সময়ে জামাআতে সালাতে তারাবীহ আদায়কে জারি করে দেন। আর হুযুর সা. খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে অনুসরণ করতে বলেছেন, অর্থাৎ উমার রা. এর এ জারিকৃত সুন্নাহ হুযুর সা. এর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মোতাবেক ই ছিল।

অপর একটি যয়ীফ হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায় -

হযরত আবু হুরাইরাহ রা. এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " مَا هَؤُلاَءِ " . فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا . "

একদা রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে দেখলেন যে, মসজিদের এক পাশে কতিপয় লোক সালাত আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কারা? বলা হলো, এরা কুরআন মুখস্ত না জানার কারণে উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) এর ইমামতিতে (তারাবীহ) সালাত আদায় করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এরা ঠিকই করছে এবং চমৎকার কাজই করছে! (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩৭৭)[18]

[18] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=58695

তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা নিয়ে বিরোধ

ইংরেজদের অভিশপ্ত কদম এ ভূখন্ডে পড়ার আগে তারাবীহ এর রাকাআত সম্পর্কিত কোন কিছু লেখা বা আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত ইসলামী ভূখন্ডে সাহাবী ও তাবেয়ীদের স্বর্ণযুগ থেকে চলে আসার নিয়মানুসারে প্রতি মসজিদে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও তিন রাকাত বিতর পড়া হতো। কোন মসজিদ বিশ রাকাআতের অধিক তারাবীহ পড়া হতো, কিন্তু বিশ রাকাতের কম পড়া হতো - এ বিষয়ে কোন জায়গা থেকে কেউ কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

এ উপমহাদেশে যখন ইংরেজদের অভিশপ্ত কদম পড়লো, ইংরেজদের খুঁটি এ দেশে মজবুত করার জন্য কিছু স্বল্পজ্ঞানী ও স্বল্পবুঝের ব্যক্তি সচেতনে বা অবচেতনে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে যারা শীর্ষে ছিলেন, তাদের মিশনের মূল বিষয়াদির মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় ছিল অন্যতম -

১. ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা হুযুর সা. এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম রা. ও তাবে-তাবেয়ীনদের সময় থেকে চলে আসা অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরার বিপরীতে পরিত্যক্ত কিছু ভ্রান্ত ও বিচ্যুত মতাদর্শ পুনর্জীবন দান করা। সেইসাথে প্রয়োজনে নতুন কিছু ভ্রান্ত মতের জন্ম দিয়ে মুসলিমদের পেরেশান করা, তাদের ঐক্য ও সম্প্রীতি ভেঙে চুরমার করা। এজন্য প্রয়োজনে কিছু মুনকার রেওয়ায়াত খুঁজে বের করে বিশুদ্ধ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা ও কিছু সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দান।

২. শাখাগত মাসায়েল, যেগুলোর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই একাধিক মত চলে আসছে এবং প্রতিটি মতের পক্ষেই হাদীস ও সুন্নাতে নববীর সমর্থন বিদ্যমান আছে, ওগুলোকে মুসলমানদের পরস্পর মতানৈক্য ও পরস্পরকে কাফের-ফাসেক আখ্যা দেওয়ার উপায় বানানো। অথচ আমাদের পূর্বসরিদের মধ্যে এসব মাসআলায় মতানৈক্য থাকলেও এগুলো তাদের পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধতায় ফাটল তৈরি করেনি।

আমাদের আলোচ্যবিষয় অর্থাৎ তারাবীহের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য তাদের মিশনের প্রথম বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-পরম্পরার বিপরীতে প্রথম যে আওয়াজ উঠেছিল, তা উপমহাদেশের এক লা-মাযহাবী আলেমের পক্ষ থেকেই উঠেছিল, যে ইংরেজদের থেকে নিজের জামাআতের নাম হিসেবে আহলে হাদীসকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তিনি ১২৮৪ হিজরী তথা ১৮৬৮ সালে *তারাবীহ আট রাকাত সুন্নত, বিশ রাকাত সুন্নত নয়* বলে একটি ফতোয়া জারি করে। আল্লাহ তাআলার খাস রহমত ও কুদরত, তার দলভুক্ত একজন আলেম মাওলানা গোলাম রসুল ১২৯০ হিজরী তথা ১৮৭৩ সালে তার দলীলভিত্তিক খন্ডন করে *রেসালায়ে তারাবীহ* নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।

আরবজাহানে কবে থেকে এ ফিতনার সূচনা, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেসব জায়গায় এ ফিতনার উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষের পরে। যতদূর জানা যায়, আরব জাহানে সর্বপ্রথম এই বিদআতকে দলীল দ্বারা শক্তিশালী করার ব্যর্থ চেষ্টা যিনি করেছেন, তিনি শায়খ নাসীব রেফায়ী। তখন আলেমগণ তার মতামত ও আলোচনাকে খন্ডন করেন। কিন্তু শায়খ আলবানী সাহেব তা সহ্য করতে পারেননি। তিনি রেফায়ী সাহেবের সমর্থনে ১৩৭৭ হিজরীতে *তাসদীদুল ইসাবাহ* রচনা করেন।

এই তাসদীদুল ইসাবাহ বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইমামগণের প্রতি তার বিদ্বেষের একটি খোলা দলীল। ইলমে উসূলে ফিকহের মধ্যেও যে তার দৈন্যদশা তা এ বইয়ের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী দলের অনুসারীরা তারাবীহর মাসআলার ক্ষেত্রে যেভাবে এ কিতাবকে আঁকড়ে ধরে আছেন, তা সত্যিই মর্মান্তিক।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন আলেমগণ কর্তৃক শায়খ নাসীব রেফায়ীর খন্ডনে লিখিত الإِصَابَةُ فِي الإِنتِصَارِ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وِ الصَّحَابَةَ নামক কিতাবটির ৬১ পৃষ্ঠায় লেখা হলো -

শায়খ নাসির (আলবানী) ও তাঁর সমমান ব্যক্তিদের মতো লোকদের একটি গোষ্ঠী ছাড়া, যারা আমাদের এই যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর কেউই একে অস্বীকার করে ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে নিপতিত হয়নি।

তখন তার জবাবে শায়খ আলবানীর পক্ষে কোন সাহাবী, তাবেয়ী, কোন ফকীহ বা ইমামের নাম নেওয়া সম্ভব হয়নি, যিনি বিশ রাকাআত তারাবীহ এর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। অনুরূপভাবে, কোন মসজিদের নাম উল্লেখ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, অমুক মসজিদে আট রাকাআত তারাবীহ পড়া হতো। তবে ইলমের আমানতদারি ক্ষুণ্ন করে তিনি ইমাম মালেক রহ. এর দিকে সম্বন্ধ করে উল্লেখ করেন যে, তিনি বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তে নিষেধ করতেন। অথচ ইমাম মালেক রহ. এর ছাত্রদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত কিতাব আল-মুদাওয়ানা_যা মালেকী মাযহাবের মৌলিকগ্রন্থও বটে_তাতে উল্লেখ আছে যে, তারাবীর নামায বিতরের তিন রাকাআতসহ সর্বমোট ৩৯ রাকাআত। আর শায়খ আলবানীর এই দাবির সপক্ষে তিনি জূরী নামক এক ব্যক্তির বর্ণনাকে উল্লেখ করেন, আদতে যার ঠিকানা ও পরিচয় পাওয়াই যায় না।

বাস্তব কথা হলো, এ ব্যক্তিও ইমাম মালেক রহ. এর অনেক পরের এক ব্যক্তি। এবং তার বক্তব্যে ইমাম মালেক রহ. পর্যন্ত কোন সনদও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম মালেক রহ. এর পর শত শত বছর ধরে এ বিদআতের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

বর্তমান শতাব্দীতে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রহ. *রাকাআতে তারাবীহ* নামক একটি কিতাব লিখেছেন যা ১৩৭৭ হিজরীতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি সাহাবা-যুগ থেকে শুরু করে এক এক শতাব্দী করে দীর্ঘ সাড়ে বারোশ বছরের আমলে মুতাওয়ারাস (উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত কর্মধারা) দেখিয়েছেন যে, তারাবীহের রাকাআত নিয়ে এই মতবাদ পিছনের শতাব্দীগুলোতে ছিল না। আর আজ পর্যন্ত ঐ কিতাবের খন্ডন করা কোন লা-মাযহাবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ।

মোটকথা, সাহাবী-যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী কোন যুগ বা ফিকহের কোন ইমাম থেকে এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, তারাবীহের সালাত শুধু আট রাকাত, বিশ রাকাআত পড়ার প্রয়োজন নেই। অথবা নাউযুবিল্লাহ এ কথা যে, আট রাকাআতের বেশি পড়া বিদআত। এ মতবাদগুলো আজকালের কিছু সালাফী ও অধিকাংশ লা-মাযহাবীর বক্তব্য মাত্র।[19]

---

[19] তারাবীর রাকাআত সংখ্যা (মাওলানা আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহু) ও ফিতনার কবলে তারাবীহ (মুফতি ইমরান হোসাইন ইসলামাবাদী)

সালাতে তারাবীহ বিশ রাকাআত সম্পর্কিত দলীল

দলীলের প্রকারভেদ

তারাবীহ সম্পর্কিত যে দলীলগুলো বর্ণনা করা হবে, তার গুরত্ব বোঝার জন্য দলীল সম্পর্কিত প্রাথমিক কিছু আলোচনা আবশ্যক। এ কারণে বিস্তারিতভাবে সম্ভব না হলেও, প্রাথমিকভাবে দলীল সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হলো; যেন পরবর্তীতে পেশ করা দলীলগুলো বোঝা এবং তার মাকাম ও গুরত্ব বুঝে সে অনুসারে তারাবীহ এর রাকাআত সম্পর্কিত মাসআলার আহকামও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

শরীয়াতের মাসালাদির ক্ষেত্রে যে উৎসগুলো থেকে দলিল সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়ঃ

১। সুন্নাহ বা হাদীসঃ

এটি হলো শরীয়াতের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় দলীল হলো আল-কুরআনুল কারীম। এর পরই আসে সুন্নাহ বা হাদীস, দলীল হিসেবে কুরআনে কারীমের পরই যার স্থান। তবে দলীল হিসেবে সুন্নাহ বা হাদীসকে আরো কয়েকভাবে ভাগ করা যায়, কিন্তু সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে এখানে প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রকার শুধু ব্যাখ্যা করা হলো -

ক. হুযুর সা. এর কথা বা কাজ, যা সুস্পষ্টভাবে সহীহ বর্ণনা-পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে।
খ. হুযুর সা. এর সার্বিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা, যা পরবর্তীতে আমাদের কাছে হাদীস হিসেবে পৌঁছেছে।
গ. হুযুর সা. এর বিশেষ কোন শিক্ষা যা তাঁর থেকে তাঁর সাহাবাগণ শিখেছেন, সাহাবা রা. দের থেকে তাবে-তাবেয়ীন শিখেছেন এবং এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরি তাদের পূর্বসূরিদের থেকে কর্মের মাধ্যমে এই শিক্ষাকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে এনেছেন। এই প্রকারটিকে পরিভাষায় বলে 'আমলে মুতাওয়ারাস' বা 'সুন্নাতে মুতাওয়ারাস'।

যয়ীফ হাদীস[20]

যয়ীফ হাদীস বলতে ঐ হাদীসগুলোকে বোঝানো হয়, যেগুলোর সনদে দূর্বলতা আছে। এই দূর্বলতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে কোন হাদীসের সনদে দুর্বলতার কারণে ঐ হাদীসের বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলা যায় না। উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হল - যয়ীফ হাদীস দুই প্রকারঃ

(ক) যে 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির বক্তব্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। অর্থাৎ, এই বক্তব্যের অনুকূলে শরয়ী কোন দলীলের সমর্থন তো নেই-ই বরং তার বিপরীতে দলীল বিদ্যমান আছে। এ ধরনের যয়ীফ কোন অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়।

[20] তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা [পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯]

(খ) যে রেওয়ায়াতটি 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত; কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হলো এ ধরনের রেওয়ায়াতকে 'যয়ীফ' বলা হলে তা হবে শুধু 'সনদ' এর বিবেচনায় এবং ফর্মালিটিমূলক। অন্যথা বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এটি সহীহ বলেই গণ্য।

এই দুটি প্রকারের দ্বিতীয় প্রকারটির ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের অনেক ইমামের এবং উসূলে হাদীসের কিতাবসমূহের অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। এখানে শুধু দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

১. ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও দলীলভিত্তিক কিতাব 'আন-নুকাত' এ লিখেন -

যয়ীফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের) কাছে সমাদৃত হয়, তখন তার উপর আমল করা হবে - এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমনকি তা হাদীসে মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। (আন-নুকাত আলা-মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ১/৩৯০)

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেছেন -

হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল, ইমামগণ তার বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এ ক্ষেত্রে হাদীসটিকে গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। (আন-নুকাত আলা-মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ১/৪৯৪)

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা সম্পর্কে মূল দলীলগুলো উল্লেখ করার পর যে যয়ীফ হাদীসটি উল্লেখ করা হবে তা এই দ্বিতীয় প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

২। মারফু হুকমী

শরীয়াতের আরেকটি দলীল হলো, ঐ নবী-শিক্ষা যা সাহাবা রা. দের শিক্ষা-নির্দেশনা হিসেবে আমাদের কাছে সংরক্ষিত। সাহাবা রা. দের কিছু কাজ অথবা ফতোয়া এমন আছে যা তাঁরা রাসূল সা. এর কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, বর্ণনার সময় হুযুর সা. এর উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয়নি; বরং প্রেক্ষাপট থেকেই তা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা নবীজির শিক্ষার ভিত্তিতেই এই বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন ও এতে ঐ সাহাবীর ইজতিহাদ বা কিয়াসের প্রভাব নেই।

এমন কোন শিক্ষা সহীহ হাদীসের কিতাবগুলোতে স্পষ্টভাবে সহীহ সনদে বিদ্যমান না থাকলেও, দ্বীনের ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হলো এ বর্ণনাগুলো মারফু হুকমী এবং কোন মাসআলায় এর দ্বারা প্রমাণ দেওয়া মারফু হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার শামিল।

৩। খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহঃ

সহীহ হাদীসে রাসূলে আকরাম সা. আপন সুন্নাতের পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে অনুসরণ ও তাকে মজবুতভাবে অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে -

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী।(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৫২, সুনান ইবনে মাজাহ ৪২)[21]

যেহেতু ওহীর মাধ্যমে হুযুর সা. এর জেনেছিলেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের জারিকৃত সুন্নাতগুলো তাঁর সুন্নাতেরই অনুগামী এবং তাঁর শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি মোতাবেক হবে, সেহেতু তিনি তাঁদের শিক্ষাকে মজবুতভাবে ধরে রাখবার ব্যাপারে বিশেষ ঘোষণা দিয়ে যান।

সুতরাং, কোন আমলের ব্যাপারে যখন প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তা খুলাফায়ে রাশেদীনের কোন একজনের সুন্নাত, তখন তার অনুসরণের জন্য উপরোক্ত হাদীসটিই যথেষ্ট হয়ে যায়। আমাদের এর থেকে বেশি অগ্রসর হয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই যে, তাঁদের ঐ সুন্নতের ভিত্তি কী ছিল।

৪। মুহাজির, আনসারী ও অন্যান্য সাহাবীদের ইজমাঃ

সুন্নাহর পর তৃতীয় অকাট্য দলীল হচ্ছে ইজমা। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, তবে সর্বোন্নত প্রকার হলো রাসূল সা. এর আনসার, মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবাদের ইজমা। এই ইজমা যদি ব্যাপকভাবে এবং অবিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিতভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে তবে তা নিজেই অনেক বড় অকাট্য দলিল। শরীয়ত নিজেই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে এবং যাদের মাধ্যমে ইজমা হয় তাদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, কুরআনে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের অনুসরণের আদেশ করে ঘোষণা করা হয়েছে -

وَ مَنۡ یُّشَاقِقِ الرَّسُوۡلَ مِنۡ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الۡهُدٰی وَ یَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیۡلِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰی وَ نُصۡلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتۡ مَصِیۡرًا

আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত

[21] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=36658
https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=9752

পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।[22]

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা সম্পর্কিত মাসআলাটি উপরোক্ত সকল দলীল অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা, মারফু হুকমী, সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা এবং ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা - এই প্রত্যেকটি দলীল দ্বারাই প্রমাণিত যে তারাবীহ এর সালাত বিশ রাকাআত মাসনূন হওয়াকে অস্বীকার করা একটি মারাত্মক ভুল।

দলীল সম্পর্কিত কিছু ভ্রান্তি ও তার অপনোদন

উলামা ও ফুকাহায়ে কেরামের দলীল সম্পর্কিত নির্দিষ্ট নীতি থাকা সত্ত্বেও দলীল সম্পর্কিত বেশ কিছু বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে, যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা তুলে ধরা হলোঃ

১। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আমলে মুতাওয়ারাস বা সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা বর্ণনার ধারাবাহিকতা নয়, বরং কর্মের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে। এক্ষেত্রে অনেক সময়েই মৌখিক বর্ণনার মধ্যে এ সম্পর্কিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, অথবা যদি পাওয়া যায়ও তার বর্ণনাসূত্র যয়ীফ পাওয়া যায়। এ স্থানটিতে এসে কিছু স্বল্প-জ্ঞান বা স্বল্প-বুঝের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এমনকি তারা ঐ হুকুমটিকেই মৌখিক বর্ণনা না থাকা সাপেক্ষে অস্বীকার করে বসে। অথচ, মৌখিক সাধারণ-বর্ণনার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী তাওয়ারুস তথা ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারার মাধ্যমে বিষয়টি সংরক্ষিত আছে।

২। মারফু হুকমী সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, যখন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এমন কোন ফতোয়া পাওয়া যায় যা কোন সাহাবীর নিজস্ব ইজতিহাদ বা কিয়াস নয় বরং হুযুর সা. এর শিক্ষা-নির্দেশনা থেকে গৃহীত, তখন তা মারফূ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সন্দেহাতীতভাবে এগুলোর ভিত্তি কোন মারফূ হাকীকী বা স্পষ্ট মারফূর উপর। এর জন্য জরুরী নয় যে, তা মারফূ হাদীসরূপে সহীহ সনদে হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। এক্ষেত্রেও কিছু স্বল্প-বুঝের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং পদস্খলনের শিকার হয়ে নবীজীর এই শিক্ষাকেই পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে বসে।

৩। প্রায় একই ধরনের পদস্খলন ঘটে খুলাফায়ে রাশেদীন এর সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে। যেহেতু হুযুর সা. ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতসমূহ নবী-শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল হবে, তিনি উম্মাতকে তাঁদের অনুসরণের জন্য বিশেষ ঘোষণা দিয়ে যান। অথচ এক্ষেত্রেও স্বল্প-বুঝজ্ঞানের লোকদের অভ্যাস হলো, তারা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহসমূহের ভিত্তি হাদীসের কিতাবসমূহে খুঁজতে থাকে। যদি হুযুর সা. এর স্পষ্ট কোন বাণী এই ব্যাপারে না পান, তখন অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের কোন সুন্নাতকে বিদআত বলে আখ্যা দিয়ে দেয়। অথচ, হুযুর সা. খুলাফায়ে রাশেদীনকে অনুসরণের নির্দেশ দেবার পর বিদআত সম্পর্কেও স্পষ্ট ঘোষণা করে বলেছেন,

[22] সূরা নিসা, আয়াত ১১৫

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بدعة ضلالة

'...*তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবুত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।*(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৫২)[23]

যদি তাঁদের সুন্নাহসমূহ বিদআতই হতো তাহলে হুযুর সা. কি তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিতেন?

৪। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সাথে একমত পোষণ করে না, এমন ব্যক্তিদের অভ্যাস হলো - তারা কোনো মাসআলার ব্যাপারে উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এমনকি সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের ঐকমত্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ভিন্ন দলীল তালাশ করতে থাকে। অর্থাৎ ইজমা এর ক্ষেত্রেও তারা উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোর মতো একই পদস্খলনের শিকার হয়। তারা যদি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে ইজমার সমর্থনে কোন সহীহ সনদের হাদীস খুঁজে না পায়, তবে ঐ মাসআলাটিকেই অস্বীকার করে। এমনকি কেউ আরো আগ বেড়ে ইজমাকেই অস্বীকার করে বসে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব ধরনের গোমরাহী থেকে হিফাযত করুন। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মত ও পথ এক ও অভিন্ন। হুযুর সা. এর পরিষ্কার দিক-নির্দেশনার পরও যদি কেউ অনুসরণের পথ ছেড়ে দিয়ে পদস্খলনের পথ বেছে নেয়, তার ব্যাপারে আর কী বলার আছে? আল্লাহ সকলকে হিদায়াত দান করুন।

খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে তারাবীহ সম্পর্কিত দলীল

সহীহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের পাতা ওল্টাতে থাকলে তারাবীহ এর রাকাআত সম্পর্কিত সহীহ ও মুতাওয়াতির(অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের এক বিশাল ভান্ডার খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ভান্ডার থেকে এ কথা সহজেই উপলব্ধ হয় যে, আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী)[24], মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের জীবদ্দশায় সালাতে তারাবীহ বিশ রাকাআত এবং সবশেষে তিন রাকাআত বিতর পড়া হতো।

এখানে সকল রেওয়ায়াত একত্র করা প্রায় অসম্ভব বিধায়, চার খলীফার যুগ অনুসারে কিছু রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হলো।

---

[23] ২০ নং টীকা দ্রষ্টব্য

[24] হযরত আবু বকর রা. ছাড়া, কারণ তিনি তখন জীবিত ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগ এবং তার পর আবু বকর রা. এর খেলাফত ও উমার রা. এর খেলাফতের প্রারম্ভে একই নিয়মে তারাবীহ পড়া হতো। অর্থাৎ এক ইমামের পিছনে ফরয সালাতের মতো তারাবীহের সালাত জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করার ইহতেমাম ছিলো না।

আবু বকর রা. এর খিলাফতের মেয়াদ ছিলো মাত্র দুই বছর। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তাঁকে নবুওয়াত পরবর্তী বড় বড় ফিৎনা মূলোৎপাটনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকতে হয়েছিলো। বিশেষ করে মুরতাদ, নবী দাবিদার ও যাকাত অস্বীকারকারীদের ফিৎনা ছিলো তাঁর যুগে খুবই বড় বড় ফিৎনা, যেগুলো নির্মূল করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছিলেন। এ কথা অনুমেয় যে, নতুনভাবে সৃষ্ট এ ফিৎনাগুলোর মূলোৎপাটনে ব্যস্ত থাকায় সালাতে তারাবীহের প্রতি তাঁর আলাদাভাবে মনোযোগ দেবার সুযোগ হয়নি। এ কারণে তাঁর যুগে সালাতে তারাবীহ আদায় নিয়ম নবী-যুগের নিয়মেই চলতে থাকে।[25]

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. মুয়াত্তা মালেকের অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তামহীদ' এ উল্লেখ করেছেন -

'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এখানে নতুন কোন কিছু করেননি। তিনি তা-ই করেছেন যা খোদ রাসূলুল্লাহ সা. পছন্দ করতেন; কিন্তু শুধু এই আশংকায় যে, নিয়মিত জামাআতের কারণে তারাবীর নামায উম্মতে উপর ফরয হয়ে যায় কি না, নিজে জামাআতের ব্যবস্থা করেননি। উমর রা. এই বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন, নবীজীর ইন্তেকালের পর এখন আর এই ভয় নেই (কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরীয়ত-নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।) তখন তিনি নবী-পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হিজরীতে জামাআতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা যেন এই মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্ধারিত রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক রা. এর মনে এ বিষয়টি উদিত হয়নি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনি উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন' (আততামহীদ ৮/১০৮-১০৯)[26]

হযরত উমার রা. এর যুগ

হযরত উমার রা. এর খিলাফাতের প্রথম বছর নবী-যুগের অনুসরণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. কেউ ছোট ছোট জামাতবদ্ধ হয়ে আবার কেউ বা একাকী তারাবীহের সালাত আদায় করেছেন। তাঁর খিলাফাতের দ্বিতীয় বছর তারাবীহের সালাত জামাতবদ্ধ হয়ে পড়ার সরকারী হুকুম জারী হয়।[27] *এ ব্যাপারে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারী রহ. থেকে সহীহ বুখারীর একটি বিশেষ রেওয়ায়াত পাওয়া যায় -*

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ

---

25 *ফিতনার কবলে তারাবীহ,* মুফতি ইমরান হোসাইন ইসলামাবাদী [পৃষ্ঠা ৪১]

26 *তারাবীর রাকআত-সংখ্যা,* মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক [পৃষ্ঠা ২০]

27 *ফিতনার কবলে তারাবীহ,* মুফতি ইমরান হোসাইন [পৃষ্ঠা ৪২]

عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

'আমি রমযানের এক রাতে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করছে আবার কোন ব্যাক্তি সালাত আদায় করছে এবং তার ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। 'উমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে।

এরপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর ['উমর (রাঃ)] সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। 'উমর (রাঃ) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত (নামায/নামাজ) আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।(বুখারী হাদীস নং ১৮৮৩) [28]

এছাড়া তাঁর যুগের সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে অন্যান্য বহু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা রহ. বলেন, হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রা. বলেছেন -

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمائتين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام.

'তাঁরা (সাহাবা ও তাবেয়ীন) উমর রা. এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকাআত পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁরা নামাযে শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং উসমান ইবনে আফফান রা. এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।' (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬)[29]

একই সাহাবী অন্য রেওয়ায়াতে বলেন -

'আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে বিশ রাকাআত এবং বিতর পড়তাম।' (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭-২৬৮; মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী ২/৩০৫)

[28] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=1890
[29] https://islamqa.info/ar/299752

[এখানে উল্লেখ্য, উপরোক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম এটি থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন ও অনেক হাফেযুল হাদীস এটি সহীহ হবার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন, ইমাম নববী, তকিউদ্দীন ইরাকী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.। এটি যয়ীফ হবার ব্যাপারে সর্বপ্রথম বক্তব্য দিয়েছে আরবের গাইরে মুকাল্লিদ আলেম শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী ও হিন্দুস্তানের গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। তারা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই পূর্ববর্তীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে এই হাদীসটিকে যয়ীফ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাদের খেয়ানত, অসাধুতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সৌদি আরবের দারুল ইফতার সাবেক গবেষক মুহাদ্দিস ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী *'তাসহীহু সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাকাআতান ওয়াররদ্দু আলাল আলবানী ফি তাযয়ীফিহী'* এবং মুহাদ্দিসুল হিন্দ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রহ. তাঁর *'রাকাআতে তারাবীহ'* কিতাবে।]

এছাড়া ইয়াযীদ ইবনে রূমান রহ. বলেন,

'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে মানুষ (সাহাবা ও তাবেয়ীন) রমযান মাসে ২৩ রাকাআত পড়তেন।' (মুয়াত্তা মালেক ৪০, আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬)

তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই রহ. বলেন,

كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالمَدِينَةِ عِشرِينَ رَكعَةً ، وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ[30]

'উবাই ইবনে কা'ব রা. রমযান মাসে মদীনার লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫)

একইভাবে, তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আনসারী রহ. বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ رَجلا يُصَلِّي بِهِم عِشرِينَ رَكعَةً

'উমর রা. এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন।' (প্রাগুক্ত) [31]

এ ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়াত আছে, যেগুলোর মূল বক্তব্য মুতাওয়াতির। ফলে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, উমার রা. এর যুগে সালাতে তারাবীহ ২০ রাকাআত পড়ার প্রচলন ছিলো। আমলটি তিনি উঁচু স্তরের আনসারী ও মুহাজির সাহাবীদের উপস্থিতিতে করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মুহাজির বা আনসারী সাহাবী থেকে বিপরীত মতপ্রকাশ করে টুঁ শব্দটি ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

[30] https://islamqa.info/ar/82152
[31] https://islamqa.info/ar/82152

গাইরে মুকাল্লিদ এর 'মুরসাল' হাদীসে আপত্তি ও তার সংশয় নিরসন

গাইরে মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে এসব হাদীসের ব্যাপারে এই বলে আপত্তি তুলতে দেখা যায় যে, এই হাদীসগুলো মুরসাল আর মুরসাল হল যয়ীফ। তাই এ হাদীসগুলো তাঁরা অগ্রহণযোগ্য বলে আপত্তি তুলেন।

অথচ তাবেয়ী ইমামগণের 'মুরসাল' বর্ণনা প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়া দলীলের আলোকে প্রমাণিত এবং পূর্বসূরী ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। এরপর যদি একই বিষয়ে একাধিক 'মুরসাল' রেওয়ায়েত থাকে এবং 'মুরসাল' বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তাহলে তার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। যারা 'মুরসাল' কে যয়ীফ বলেছেন তারাও এক্ষেত্রে মুরসালকে সহীহ বা দলিলযোগ্য মনে করেন।

এ কথাটির পক্ষে অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে। তবে এখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যটি উল্লেখ করা হচ্ছে, যিনি গাইরে মুকাল্লিদদের কাছে একজন অনুসরণীয়। তিনি বলেন -

'*যে মুরসালের অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কংবা পূর্বসূরিগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।* (ইকামাতুদ দলীল আলা বুতলানিত তাহলীল, আল ফাতওয়াতুল কুবরা ৪/১৭৯)

উপরোক্ত রেওয়ায়াতগুলো এবং এ ধরনের অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এবং তারও উপরে সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ থেকে চলে আসা সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন কর্মের ভিত্তিতে আলেমগণের সর্বসম্মত মত হলো - উমার রা. এর যুগে মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হতো।

এ প্রসঙ্গেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন -

ثبت أن أُبَيَّ بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ، ويوتر بثلاث

এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কাব রা. রমযানের তারাবীতে মুসল্লিদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। (মাজমাউল ফাতওয়া ২৩/১১২-১১৩)

তিনি আরো বলেছেন -

ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত কর্ম দ্বারা এটি প্রমাণিত। (মাজমাউল ফাতওয়া - ২৩/১১৩)

অতএব, বিশ রাকাআত তারাবীহ অস্বীকার করা একটি পরিষ্কার ভ্রান্তি যা থেকে মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করা।

হযরত উসমান রা. এর যুগ

হিজরী ১৪ সাল থেকে হযরত ফারুকে আযম উমার রা. এর শাহাদাত পর্যন্ত সর্বমোট দশ বছর হযরত উসমান রা. এর উপস্থিতিতেই বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায় হয়েছে। এ নিয়ে তাঁর থেকে কোন ধরনের আপত্তি পাওয়া যায় না। এছাড়া আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬ নং রেওয়ায়েতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে যে, তাঁর যামানাতেও বিশ রাকাআতই পড়া হতো।

وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام

... উসমান ইবনে আফফান রা. এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

এ কথা স্পষ্ট যে, সালাতে তারাবীহ এর এই ব্যবস্থা সম্পর্কে যদি তাঁর ভিন্নমত থাকতো, খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন হয়ে তিনি তা অবশ্যই গোপন রাখতেন না। এ ব্যাপারে তিনি যদি ভিন্ন কোন ফরমান জারি করতেন, তাও ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকতো।

হযরত আলী রা. এর যুগ

হযরত আলী রা. এর যুগের সালাতে তারাবীহ আদায় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়।

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী রহ. বলেন -

আলী রা. রমযানে কারীগণকে ডাকেন এবং তাঁদের একজনকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন এবং আলী রা. তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন।

তাবেয়ী আবুল হাসনা রা. বলেন -

عن أبي الحسناء أن عليا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة[32]

আলী রা. এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েন।

উপরোক্ত দুটি রেওয়ায়াতের সনদ গ্রহণযোগ্য। এর মধ্যে প্রথম রেওয়ায়াতটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ২/২২৪ এ এবং ইমামা শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. আলমুনতাকা ৫৪২-এ দলীল হিসেবে উল্লেখ করে এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে আলী রা. তারাবীর জামাআত, রাকাআত-সংখ্যা ইত্যাদির উপর উমার রা. এর মতের উপরই ছিলেন।

[32] t.ly/4qcXU

তাঁর এই নীতি এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের আমলও এরূপ ছিল। যেমন, শুতাইর ইবনে শাকাল, আবদুর রহমান ইবনে আবী বাকরা, সায়ীদ ইবনে আবিল হাসান, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা ও ইবনে রাবীয়াহ। তাঁরা সকলেই তাবেয়ীনদের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ব স্ব স্থানে বড় ইমাম ছিলেন। তাঁদের সবার ব্যাপারেই হাদীসের কিতাবসমূহে বিশ রাকাআত পড়ার অনেক রেওয়ায়াত সহীহ সনদে বিদ্যমান আছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ২/২৮৫; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী /৪৯৬; কিয়ামুল লাইল ২০০-২০২)

সারমর্ম

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এতটুকু প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিশ রাকাআত তারাবীহ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত উমর ও হযরত আলী রা. এর যুগে তাঁদের আদেশক্রমে বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায় হতো। হযরত উসমান রা. উমর রা. এর যুগে এবং তাঁর নিজ যুগেই একই সুন্নাহ বহাল রেখেছেন। এটাই সুনির্ধারিত। আর হযরত আবু বকর রা. এর থেকে বিশ রাকাআতের বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও কোথাও নেই।

কোন বিষয় খুলাফায়ে রাশেদীনে কোন একজন থেকে প্রমাণিত হলেই তা অনুসরণযোগ্য হয়ে যায়। তাহলে কোন বিষয়ে যদি তিনজন খলীফা থেকে ঐকমত্য প্রমাণিত হয় তবে উম্মাহর এক্ষেত্রে কী করণীয়, তা সহজেই বোধগম্য।

এ পর্যায়ে এসে আমরা হুযুর সা. এর ঐ ইরশাদ আবার স্মরণ করতে পারি -

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فإِنَّ كلَّ بدعة ضلالة

'...*তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবুত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।*(সুনানে আবু দাঊদ, হাদীস ৪৫৫২)

মুহাজির, আনসারীগণের ইজমা ও অন্যান্য সাহাবীদের ইজমা

কুরআনে কারীমে সাহাবায়ে কেরামকে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। বিশেষ করে আনসারী ও মুহাজির সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. 'ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন' কিতাবে কুরআন কারীমের আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে এ বিষয়ে উঁচু পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। (ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন 8/৯৪-১১৯)

যাহোক, কোন বিষয়ে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐকমত্য পাওয়া গেলে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তারাবীহ বিশ রাকাআত হবার ব্যাপারে শুধু মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের নয়, বরং সমস্ত সাহাবাদের ঐকমত্য রয়েছে।

মসজিদে নববীতে হিজরী ১৪ সাল থেকেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতিতে প্রকাশ্যে সালাতে তারাবীহ পড়া হতো। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, হযরত আবু বকর রা. এর যুগ পর্যন্ত সালাতে তারাবীহ পড়ার ব্যাপারটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমল ছিল। জামাআতে পড়লেও কত রাকাআত জামাআতে পড়বেন, তা সকলের ইচ্ছাধীন ছিল। তাই রাকাআত সম্পর্কিত আলোচনার বিশেষ পরিবেশ সেটা ছিলোই না। কিন্তু যখন মসজিদে নববীতে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে এ সালাত আদায় শুরু হলো তা আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে রইলো না। বরং সবাই প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন তারাবীর রাকাআত কত রাকাআত এবং সাহাবায়ে কেরাম এতোদিন পর্যন্ত কত রাকাত তারাবীহ পড়ছিলেন। সুতরাং, ঐ সময়কার সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে রইলো। এখন দেখার বিষয়, তখন মাসজিদে নাবাবী তে কত রাকাআত পড়া হতো।

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত ঐ জামাআতগুলোর মুসল্লী ও মুক্তাদী কারা হতেন? এই মুহাজির ও আনসারী সাহাবীরাই এই মুবারক জামাআতের মুক্তাদী ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম, যাদের থেকে অন্যান্য সাহাবী দ্বীন শিখতেন এবং যারা কুরআনের শিক্ষা, হাদীসের বর্ণনা ও ফিকহ-ফাতওয়ার স্তম্ভ ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই তখন মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন। দু-একজন যাঁরা মদীনার বাইরে ছিলেন তাঁরাও মক্কা-মদীনার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং খলীফায়ে রাশেদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের একজনও কি বিশ রাকাআত তারাবীহ এর বিপক্ষে কোন আপত্তি তুলেননি, বরং তাঁদের কর্মও খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে অভিন্ন ছিল, এমনকি তাঁদের ইন্তেকালের পরও।

বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে রাবাহ রহ. বলেন -

أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر[33]

আমি লোকদেরকে (সাহাবা ও প্রথম সারির তাবেয়ীনকে) দেখেছি, তাঁরা বিতরসহ তেইশ রাকাআত পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ২/২৮৫)

আর তিনি নিজেই বলেছেন যে, আমি দু'শ সাহাবীর দেখা পেয়েছি। (তাহযীবুল কামাল, ১৩/৪৯)

অন্যান্য তাবেয়ী থেকেও এমন বর্ণনা বর্ণিত আছে। এ বিষয়েই ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. লিখেছেন -

وهو الصحيح عن أبي بن كعب ، من غير خلاف من الصحابة[34]

[33] t.ly/Cbwj
[34] t.ly/Cbwj

এটিও উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং এতে সাহাবীগণের কোন ভিন্নমত নেই। (আল-ইসতিযকার ৫/১৫৭)

অন্যদিকে শাইখুল হাদীস ইবনে তাইমিয়া রহ. স্পষ্ট করে লিখেছেন -

ثبت أن أُبَيَّ بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ، ويوتر بثلاث ، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة ؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر

এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব রা. রমযানের তারাবীতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়তেন ও তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। তাই অনেক আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটিই সুন্নাত। কারণ, উবাই ইবনে কা'ব রা. মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই বিশ রাকাআত পড়িয়েছেন এবং কোন একজনও তাতে আপত্তি করেননি। (মাজমূউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৩/১১২-১১৩)

ইমাম আবু বকর কাসানী রহ. অনুরূপ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন -

والصحيح قول العامة لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ، ولم ينكر أحد عليه فيكون إجماعا منهم على ذلك [35]

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। কেননা, হযরত উমর রা. রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরামকে উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব রা. তাদেরকে নিয়ে প্রতিরাতে বিশ রাকাআতই পড়তেন এবং তাঁদের একজনও এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের সকলের ইজমা সম্পন্ন হয়েছে। (বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৪৪)

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী রহ. বলেন -

ما فعله عُمَرُ و أجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالإتباع

উমর রা. যা করেছেন এবং তাঁর খিলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে ব্যাপারে একমত হয়েছে, তা-ই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত। (আলমুগনী ২/৬০৪)

[35] t.ly/_u3l

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের ঐ বরকতময় যুগে ‘সাবীলুল মু’মিনীন’ তথা মুমিনদের সকলের অনুসৃত পথ এটাই ছিল যে, তাঁরা বিশ রাকাআত সালাতে তারাবীহ পড়তেন এবং এর উপর কেউ আপত্তি করতেন না। কেউ এটাকে না-জায়েয বলতেন না কিংবা বিদআত বা হাদীস-সুন্নাহর খেলাফ বলেও আখ্যা দিতেন না। অতএব, এ বিষয়ে বিচ্যুতি অর্থ সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি স্মরণযোগ্য -

وَ مَنۡ یُّشَاقِقِ الرَّسُوۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَہُ الۡہُدٰی وَ یَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیۡلِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ نُوَلِّہٖ مَا تَوَلّٰی وَ نُصۡلِہٖ جَہَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتۡ مَصِیۡرًا

যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস!(সূরা নিসা ১১৫) [36]

অন্যান্য দলীল

উপরোক্ত তিন প্রকার দলীল (খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা এবং অন্য সকল সাহাবীর ইজমা) পেশ করার পর সালাতে তারাবীহ বিশ রাকাত হবার ব্যাপারে অন্য কোন দলীলাদির প্রয়োজন নেই। তারপরও এ ব্যাপারে অন্যান্য দলীলগুলোর উপর কিছুটা আলোকপাত করা হলোঃ

মারফু হুকমী[37]

মারফু হুকমী হলো হুযুর সা. এর ঐ হাদীস বা শিক্ষা, যা বর্ণনার সাধারণ রীতি অনুসারে বক্তব্য বা হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বাস্তবে তা নবীজীরই হাদীস। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী মারফূ হুকমী মারফূ হাদীস(তথা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনা) এরই একটি প্রকার।

তারাবীহ এর রাকাআত সম্পর্কে ইতোমধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের ঐকমত্য এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সবই স্বতন্ত্র দলীল। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই অনুধাবন করা সম্ভব যে, এগুলো পরোক্ষভাবে মারফূ হাদীস (তথা নবীজীর শিক্ষা) এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারাবীহ এর রাকাআত সংখ্যা এমন একটি বিষয় যা কিয়াস বা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

নফল সালাতের রাকাআত সংখ্যা নির্ধারিত নয়, যে যত রাকাআত ইচ্ছে নফল পড়তে পারে। তারাবীহ এর সালাত সাধারণ নফলের পর্যায়ও নয়। তারপরও যদি তার ক্ষেত্রে সাধারণ নফল সালাতের রীতি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যাবে যে, তারাবীহ এর সালাত যতো রাকাত ইচ্ছা পড়া যাবে। কিন্তু, এ থেকে

---

[36] t.ly/iiTr

[37] তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা [পৃষ্ঠা ৩১-৩২]

বের করা সম্ভব নয় যে, তারাবীহ এর রাকাআত নির্দিষ্ট কত রাকাত। সুনির্দিষ্টভাবে রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারণের জন্য তা শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া অপরিহার্য। শুধু কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়।

উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের নীতি হলো -

কোন একজন সাহাবীর এমন কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা যা কিয়াস বা ইজতেহাদের ভিত্তিতে হতে পারে না (এবং যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র আন্দাজের ভিত্তিতে দিতে পারেন না, তাই) তা রাসূল সা. থেকেই গ্রহণকৃত গণ্য করা হয় এবং মারফূ হুকমী হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

তারাবীহ এর রাকাআত সম্পর্কিত আলোচনাটি এক-দুজন নয়, বরং সকল সাহাবীর সম্মিলিত কর্ম ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে আশারায়ে মুবাশশারা ও মুহাজির-আনসারী সাহাবীগণের শিক্ষা ও নির্দেশনার ব্যাপার। এ ধরনের বিষয় যেহেতু ইজতেহাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, সাহাবায়ে কেরামের এই শিক্ষা মারফূ হুকমী ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কে লক্ষ্য করে এ বিষয়গুলোই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, তা পরবর্তীতে 'ফিকহে হানাফীতে তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা' শীর্ষক আলোচনায় পরবর্তীতে তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা[38]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এতটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ রাকাআতের বিষয়টি নবী-শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল; যে শিক্ষার উপর সাহাবা-যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারা জারি হয়েছে। নবী-শিক্ষার এ প্রকারটিকে 'সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা' (ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে অনুসৃত সুন্নত) বলা হয়। এই প্রকারটির দালিলিক শক্তি ও মাকাম শুধু মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে অনেক বেশি।

আর এই সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা-ই হলো তারাবীহ এর রাকাআত বিষয়ক মাসআলাটির মূল বুনিয়াদ। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তারপরও এর সমর্থনে আরও একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হচ্ছে। তাবেয়ী আবুল আলিয়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর উদ্‌ধৃতিতে বর্ণনা করেন -

أن عمر أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان ، فقال : إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرءوا ، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل ، فقال : يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن ، فقال : قد علمت ، ولكنه أحسن ، فصلى بهم عشرين ركعة .[39]

---

[38] তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা [পৃষ্ঠা ৩৩]

[39] t.ly/pRuN

হযরত উমর রা. উবাই ইবনে কা'ব রা. কে রমযান মাসে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করতে গিয়ে বলেন, লোকেরা দিনে রোযা রাখে, কিন্তু রাতের বেলা উত্তমরূপে কুরআন পড়তে পারে না। আপনি যদি রাতে তাদের সামনে কুরআন পড়তেন। হযরত উবাই রা. উত্তরে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এ বিষয়টি তো আগে ছিল না। উত্তরে তিনি বললেন, তা আমি জানি; কিন্তু এটা ভালো। এরপর হযরত উবাই তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত নামায পড়েন। (আল আহাদীসুল মুখতারাহ, ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী ১/৩৮৪; মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী-কানযুল উম্মাল ৮/৪০৮)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো কয়েকটি ছোট জামাআতকে একত্র করে এক ইমামের পিছনে বড় জামাআত বানিয়ে দেওয়া একটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপার। শরীয়তের পক্ষ থেকে এর নিষিদ্ধতার ব্যাপারে কোন দলীল নেই; বরং তা শরীয়তের রুচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারপরও উবাই ইবনে কা'ব রা. এ ব্যাপারে নিজের খটকার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু উমার রা. তাঁকে বুঝিয়ে বলাতে তিনি এ ব্যাপারে সম্মত হয়ে যান।

কিন্তু তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা সম্পর্কিত কোন কথা তাঁকে বলতে হয়নি। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? যদি বিশ রাকাআত তারাবীহ এর ব্যাপারে তাঁর কাছে নবী-আদর্শ না থাকত, তাহলে তো আরও শক্তভাবে এ ব্যাপারে আপত্তি তুলতেন। কারণ এ বিষয়টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কিছু নয়, বরং খাছ শরীয়তের একটি বিধান। যদি তারাবীহ এর রাকাআতের ব্যাপারে অন্য কোন নিয়ম আগে প্রচলিত থাকতো, তাহলে যে ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন তিনি অবশ্যই শরীয়তের বিধানের বিষয়ে আরো শক্ত ও মজবুতভাবে আপত্তি করতেন ও বিরোধিতা করতেন।

সারকথা এটাই, বিশ রাকাআত তারাবীহ এর ব্যাপারে এ পর্যন্ত যত দলীল আলোচনা করা হয়েছে, সবগুলোর মূলে রয়েছে তারাবীহ সম্পর্কে হুযুর সা. এর কোন ফরমান বা আমল, যা মুসলিম উম্মাহর মাঝে আজ পর্যন্ত ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে। একেই 'সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা' বলা হয়, যা হাদীস ও সুন্নাহর একটি উন্নত প্রকার এবং যার অনুসরণ করার আদেশ মুমিনদেরকে করা হয়েছে। এটি তারাবীহ এর রাকাআত বিশ রাকাআত হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত মজবুত একটি দলীল।

মারফু হাদীস[40]

আলোচনার এ পর্যায়ে একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে যে, যে নববী-শিক্ষা সাহাবাযুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক কর্মধারার মাধ্যমে, মারফূ হুকমী বা ইজমায়ে সাহাবা অথবা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের ভিত্তিরূপে পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছেছে, তার ব্যাপারে মৌখিক বর্ণনার আর প্রয়োজন থাকে না। এসব ক্ষেত্রে মৌখিক বিবরণভিত্তিক বর্ণনাধারার কোন প্রয়োজন থাকে না। এসব ক্ষেত্রে কখনো মৌখিক বিবরণ সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকে, কখনো যয়ীফ সনদে থাকে। আবার কখনো বা একেবারেই থাকে না।

[40] তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা [পৃষ্ঠা ৩৭]

কিন্তু কোন বিষয়কে শুধু এ কারণে অস্বীকার করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই যে, তা মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। কারণ, মৌখিক বর্ণনাধারার চেয়ে উপরোল্লিখিত পন্থাগুলো প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী। অথচ নবীজীর যে শিক্ষাটি সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে, তা হাদীসে মুতাওয়াতিরের (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বিবরণের) মাধ্যমে প্রাপ্তশিক্ষার সমপর্যায়ের।

তারপরও বিশ রাকাআত বিষয়ক উপরোক্ত শক্ত দলীল-প্রমাণগুলো উল্লেখ করার পর এ বিষয়ে হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান নববী-আমলের একটি মৌখিক বিবরণও পেশ করা হচ্ছে। হাদীসটি উল্লেখ করার পর এর দলীল বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা রহ. (১৫৯-২৩৫ হি.) তাঁর মূল্যবান হাদীস-গ্রন্থ 'আল-মুসান্নাফ' এ বলেন -

حدثنا يزيد ابنُ هارون، قال: أخبرنا إبراهيم ابن عثمَان، عن الحكم، عن مِقسمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة و الوتر.

আমাকে ইয়াযীদ ইবনে হারুন হাদীস বয়ান করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইবরাহীম ইবনে উসমান বলেছেন, তিনি হাকাম থেকে, তিনি মিকসাম থেকে বেং তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন। (আল-মুসান্নাফ ২/২৮৮)

উপরোক্ত হাদীসটি অন্যান্য বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য কিতাবেও পাওয়া যায়। যেমন -

১. আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি আবদ ইবনে হুমাইদ ২১৮, হাদীস ৬৫৩

২. আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬

৩. আল-মুজামুল কাবীর, তাবারানী ১১/৩১১, হাদীস ১২১০২

৪. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী ১/৪৪৪, হাদীস ৮০২

৫. আত-তামহীদ, ইবনে আবদুল-বারর ৮/১১৫

৬. আল-ইসতিযকার ৫/১৫৬

এই হাদীসটির ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদদের দাবি হলো, এটি মওযূ। কিন্তু মৌখিক দাবি ছাড়া কোন হাদীসের ইমাম বা অন্তত নির্ভরযোগ্য কোন মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে এর মওযূ হওয়া তারা প্রমাণ করতে পারে নি।

এটা সঠিক যে, কিছু মুহাদ্দিস এই হাদীসের সনদকে যয়ীফ বলেছেন। কারণ, এর সনদে ইবরাহীম ইবনে উসমান নামক একজন রাবী রয়েছে, যিনি যয়ীফ। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, অগ্রগণ্য মতানুসারে ইবরাহীম ইবনে উসমানকে চরম যয়ীফ বা মাতরূক - পরিত্যাজ্য বলা ঠিক নয়। (আল-কামিল, ইবনে আদী ১/৩৮৯-৩৯২;

তাহযীবুত তাহযীব ১/১৪৪; রিসালায়ে তারাবীহ, মাওলানা গোলাম রাসূল (আহলে হাদীস আলেম) ২৪-২৫ ইত্যাদি)

কিন্তু মওযূ ও যয়ীফকে এক কাতারে ফেলে বিবেচনা করা নিতান্তই আহমকী। কারণ, মওযূ তো হাদীসই নয়, বরং কিছু মিথ্যুকের জাল বর্ণনা যা তারা হাদীসের নামে চালিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে যয়ীফ হাদীস হলো ঐ হাদীস যার সনদে কিছুটা দূর্বলতা রয়েছে। তবে সনদের দূর্বলতার কারণে ঐ হাদীসের মূল বিবরণকে অস্বীকার করে তা ভিত্তিহীন বলা যায় না।

উপরোক্ত যে যয়ীফ বলে পরিচিত যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা যয়ীফের দ্বিতীয় প্রকারটির মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ, এটি শুধু সনদের বিবেচনায় দূর্বল বটে, কিন্তু এর বক্তব্যের সমর্থনে ইতিপূর্বে পাঁচ ধরনের দলীলের শক্তিশালী সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং, এ হাদীসটি الضَّعِيْفُ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُوْلِ এর পর্যায়ে পড়ে যার ব্যাপারে উসূলে হাদীসের সিদ্ধান্ত হলো, তা সহীহ। এবং এর মাকাম এক-দু সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীসের অনেক উর্ধ্বে।

(যয়ীফ হাদীসের প্রকারভেদ ও তার নীতির ব্যাপারে এই পুস্তিকার 'দলীলের প্রকারভেদ' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

উপরোক্ত নীতির আলোকে উপরোক্ত হাদীসটির সনদ ও মতন নিয়ে চিন্তা করলেই উপলব্ধি হয় যে, এই হাদীসটির সনদ যদিও দূর্বল, কিন্তু তার বক্তব্য সাহাবাযুগ থেকে নিয়ে প্রতিটিযুগের সম্মিলিত কর্মের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। এজন্য উপরোক্ত নীতির আলোকে সনদের দূর্বলতা এখানে কোন প্রভাব ফেলবে না; বরং তা অসংখ্যসূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মতোই অবশ্য পালনীয় হবে।
এ কারণেই অনেক আলেম বিশ রাকাআত তারাবীর আলোচনায় এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন। এই হাদীসের ব্যাপারে আরো আলোচনা নিচের কিতাবগুলোতে দেখা যেতে পারেঃ

১. ইলাউস সুনান ৭/৮২-৮৪

২. রাকাআতে তারাবীহ ৬৩-৬৯ - মুহাদ্দিসে কাবীর হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রহ.

৩. তাহকীকে মাসআলায়ে তারাবীহ ১/২০৫-২১৩ (মাজমুয়ায়ে রাসায়েল) - মাওলানা আমীন সফদর রহ.

ফিকহে হানাফীতে তারাবীহের সালাত

উপরোক্ত সম্পূর্ণ আলোচনায় যে দলীলগুলো আনা হয়েছে, ফিকহে হানাফীতে তারাবীহ এর রাকাআত সম্পর্কিত মাসআলা তার উপরই ভিত্তিশীল। যে দলীলগুলো ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে, তা হলোঃ

১. খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ
২. মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা
৩. অন্যান্য সাহাবাদের ইজমা
৪. মারফু হুকমী
৫. সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা
৬. একটি মারফূ হাদীস (যা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্য আমলযোগ্য)

এই ছয় প্রকার দলীলের ভিত্তিতে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মত হলো - তারাবীহ এর রাকাআত সংখ্যা বিশ রাকাত। ফিকহে হানাফী তথা হানাফী মাযহাবের নীতিও তা-ই।[41] তারাবীহ সম্পর্কিত ফিকহে হানাফীর ফাতওয়া উপরোক্ত দলীলগুলোর উপরই ভিত্তিশীল। তাই এ বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনাগুলোই যথেষ্ট।

তবে এখানে ফিকহে হানাফীর ইমাম, ইমাম আবু হানীফা রহ. তারাবীহ সম্পর্কিত যে বক্তব্য তাঁর বিশেষ শাগরিদ কাযিউল কুযাত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন তা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব আল-ইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার এর বরাতে তাঁর পূর্ণ কথাটি উল্লেখ করা হলোঃ

وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر ؟ فقال : التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون : منهم عثمان وعلي وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار ، وما رد عليه واحد منهم ، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك.[42]

আসাদ ইবনে আমর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু হানীফা রহ. কে তারাবীহ এবং এ ব্যাপারে উমার রা. এর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি এর উত্তরে বলেছেন, তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

---

[41] তারাবীর রাকাআত সংখ্যা {পৃষ্ঠা ৪১}

[42] t.ly/C-KS

এবং উমার রা. তা নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করেননি। তিনি এ ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কারও করেননি। তিনি দলীলের ভিত্তিতে এবং নবীজী থেকে প্রাপ্ত কোন নির্দেশনার ভিত্তিতে এই আদেশ করেছেন। তাছাড়া উমার রা. এই নিয়ম চালু করেন এবং উবাই ইবনে কাব রা. এর ইমামতিতে সকল মানুষকে একত্র করে দেন। ফলে তাঁরা সবাই এই নামাযটি জামাআতের সাথে আদায় করতে থাকেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যাদের মধ্যে উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তালহা, যুবায়ের, মুআয ও উবাই রা. প্রমুখ বড় বড় মুহাজির ও আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁদের কেউই এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং সবাই তাঁর সমর্থন করেছেন এবং তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং অন্যদেরকে এই আদেশই করেছেন। (আল ইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার, ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আল মাওসিলী ১/৭৪)[43]

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত এ বক্তব্য থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, তিনি উমার রা. এর অনুসৃত পথ ও মতের উপরই ছিলেন এবং ফিকহে হানাফীও একই পথ ও মতের উপর অধিষ্ঠিত। তারাবীহ এর রাকাআত এর ব্যাপারেও উমার রা. থেকে চলে আসা রীতি অনুসারে ফিকহে হানাফীর ফাতওয়াও এটিই - তারাবীহ এর রাকাআত সংখ্যা বিশ।

[43] তারাবীর রাকাআত সংখ্যা [পৃষ্ঠা ৩২]

্্্্তথ্যসূত্র

১. সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাআত সংখ্যা - মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা; মাকতাবাতুল আশরাফ;

২. ফিতনার কবলে তারাবীহ [ফাযায়েল ও মাসায়েল] - মুফতি ইমরান হোসাইন ইসলামাবাদী, পরিচালক, মানহাজুদ দা'ওয়াতি ওয়াল ফিকরিল ইসলামি, ঢাকা; বইপল্লি.কম;

৩. hadithbd.com

৪. islamqa.info

৫. https://www.islamweb.net/

[বিঃদ্রঃ উপরোক্ত তথ্যসূত্রগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য নিয়েছি প্রথম কিতাবটি থেকে, পুরো এসাইনমেন্ট পেপার মূলত একে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে , দ্বিতীয় কিতাবটি থেকে কিছু জায়গায় সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হাদীসবিডি ছাড়া অন্য সাইটগুলো থেকে মূলতঃ হাদীসের বাইরের ঐ আরবী বক্তব্যগুলোই কপি করেছি যেগুলো কিতাবে উল্লেখ আছে]

উপসংহার

সালাতে তারাবীহ এর রাকাআত সংখ্যা বিষয়ক বিস্তারিত দালিলিক প্রমাণ উল্লেখ করার পর সর্বশেষে এই বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই যে, তারাবীহ এর রাকাআত-সংখ্যা বিষয়ক আপত্তি উত্থাপন করা অর্থ সোনালী যুগের সাহাবায়ে আজমায়ীনকে হেয় প্রতিপন্ন করা। সম্পূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারাবীহ এর রাকাআত সংখ্যা বিষয়ে কোন সাহাবী কোন ধরনের আপত্তি কোথাও পেশ করেননি; না উবাই ইবনে কা'ব রা., যাকে তারাবীহের ইমামতিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল; আর না কোন মুহাজির বা আনসারী সাহাবী; আর না অন্য কোন সাহাবী। যদি তাঁদের কাছে বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে কোন নববী-শিক্ষা বিদ্যমান না-ই থাকতো তাহলে তাঁরা কীভাবে নিশ্চুপ থাকেন? কীভাবে নিজেরা বিশ রাকাআত আদায়ে রত থাকেন? এবং কীভাবেই বা মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত হওয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকেন?

এছাড়া কোন রেওয়ায়াত দ্বারাই এ কথা প্রমাণিত নয় যে, হযরত উমার রা. তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নিয়ে কোন সাহাবীর সাথে কোন পরামর্শ করেছেন; অথচ শরীয়তের বিষয়াদিতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করা তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। অথচ, তাঁর এ ব্যাপারে পরামর্শ না করা সত্ত্বেও উচ্চস্তরের সকল সাহাবীর রাকাআত-সংখ্যার ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়ে যাওয়া ও এর উপর দ্বিধাহীনভাবে নিজেদের আমল করে যাওয়া এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁদের এই ঐকমত্যের পিছনে হুযুর সা. এর এ বিষয়ক শিক্ষা ও নির্দেশনাই কার্যকর ছিলো।[44] আর এ সিদ্ধান্ত ও মতের উপরই ফিকহে হানাফীতে তারাবীহের রাকাআত-সংখ্যা বিশ।

অতএব, যখন রাকাআত-সংখ্যা বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রমাণাদিসহ সাব্যস্ত হয়ে গেলো; এখন তার উপর আপত্তি তোলা প্রকারান্তারে রাসূল সা. এর শিক্ষা ও সাহাবা রা. দের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি তোলা এবং তার অর্থ হলো নিজেকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার গর্তে নিক্ষেপ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলে হিফাযত করুন এবং সিরাতুল মুস্তাকীম এর উপর ইসতিকামাত এর সাথে অধিষ্ঠিত রাখুন।

রিসার্চের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও, বিষয়টির গুরত্ব বিবেচনায় মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের একটি নাসীহার মাধ্যমে এ রিসার্চ পেপারটির ইতি টানতে চাই। তিনি তারগীব দিয়ে তাঁর পুস্তিকায় বলেছেন -

আমরা যেন সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অমনোযোগিতা থেকে বেঁচে থাকি যেগুলো অনেক মসজিদেই দেখা যায়। যেমন, নামায তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য রুকু, কাওমা, জলসা, সেজদা ইত্যাদিতে তাড়াহুড়া করা। কেননা নামায ফরয হোক বা নফল, তার মধ্যে রুকু, সেজদা, কাওমা, জলসা ইত্যাদি ইতেদালের সাথে শান্তভাবে আদায় করা ওয়াজিব। এছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না। এজন্য শান্তভাবে নামায আদায় করা জরুরি।[45]

আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন।

---

44 তারাবীর রাকাআত সংখ্যা [পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬]

45 তারাবীর রাকাআত সংখ্যা [পৃষ্ঠা ৪৮]

﴿وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين﴾

Prepared By:

Zulfa Jumirrat

Roll: 20102236

6th Semester, Batch 201.

Address:

Purba Kutrapara, Sarail,

BrahmanBaria.

Phone: 01720859162

01711233386 (Father)

প্রেরকঃ
প্রফেসর মোঃ বেলায়েত হোসেন,
ফোনঃ 01711233386

প্রাপকঃ
মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ
মজুমদার ভিলা, বাড়ী নং -২২৯,
গ্রীন মডেল টাউন ব্রিজ সংলগ্ন (IOM) এর অফিস, মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা,
ঢাকা-1214
মোবাইল: 01751346383